গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (সওজ) এর কার্যালয়
এমআইএস এন্ড এস্টেট্স সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোনঃ ৮৮৭৯৩৩২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮৭৯৩৭৫।
ই-মেইল ঃ semis@rhd.gov.bd

স্মারক নং- এল.আর-ঢাকা-০৫/২০১৮ -২০৭/১(৬)MIS তারিখ ঃ- ১৩/৮/১৪

বিষয় ঃ গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ সড়কের ১৮তম(অংশ) কিঃমিঃ এ সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি আবাসিক প্রবেশ পথ হিসাবে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী ভূমি ব্যবহারের আবেদন প্রসঙ্গে।
(আবেদনকারী ঃ জনাব সহিদ উল্লাহ ভূঞা, পিতা-মৃতঃ মোজাফর হোসেন ভূঞা, গ্রাম-ভবানীপুর, মাহুনা ভবানীপুর, পোষ্ট-ভবানীপুর-১৭৪০, গাজীপুর সদর, গাজীপুর)।

সূত্রঃ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, ঢাকার স্মারক নং-এস্টেট এন্ড ল-০৪৮/১৬-৩৪৮৫-ডিজেড তাং-২৬/৬/২০১৮ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ সড়কের ১৮তম (অংশ) কিঃমিঃ এ মৌজা-'মাহুনা ভবানীপুর', জে.এল নং-৩, আর.এস খতিয়ান নং-৩১১০, আর.এস দাগ নং-৮৩৬৯(অংশ) হতে ৩.৬৪ শতাংশ সওজ ভূমি ০১(এক)টি আবাসিক প্রবেশপথ নির্মাণের জন্য জনাব সহিদ উল্লাহ ভূঞা এর অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তে বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে ইজারা ফি ও অন্যান্য ফি বাবদ ৯,৮৮,২০৩.০০ (নয় লক্ষ আটাশি হাজার দুইশত তিন) টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অনুমোদনক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা হলো।

শর্তসমূহ ঃ

১। এ অনুমতি ১০(দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;

২। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পুর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০(দশ) বছরের ইজারা ফি এবং ভ্যাট ও আয়কর নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ বরাবর জমা প্রদান করতে হবে।

৩। প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২(বার) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না।

৪। কোন ক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;

৫। প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে।

৬। ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিস্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী যেমনঃ- ব্রিজ/পাইপ কালভার্ট/বক্স কালভার্ট/ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

৭। ইজারাকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;

৮। ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভুমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত ফিসমূহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন ক্ষতিপুরণ দাবী করতে পারবেন না;

৯। ইজারাকৃত ভূমিতে বা ভূমির আশে পাশে কোন ধরনের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;

১০। ইজারাকৃত ভূমিতে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;

১১। ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকান্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;

১২। কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;

১৩। ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকুলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত সকল ফি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।

(চলমান পাতা-০২)

১৪। চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেক কর্তৃপক্ষ ৬০(ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন।ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত ফি সমূহ ফেরত দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল, কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১নম্বর শর্তের কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

১৫। ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেক ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত ফি সমূহ ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে।

১৬। মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;

১৭। উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;

১৮। সওজ ভূমি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে;

১৯। এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি বিধান মেনে চলতে হবে।

২০। বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

২১। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (সহিদ উল্লাহ ভূঞা) এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

এমতাবস্থায়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (সহিদ উল্লাহ ভূঞা) এর মধ্যে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি চুক্তি সম্পাদনের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১০/০৮/১৮

(রোশনি-এ-ফাতিমা)
পরিচিতি নং-০০০৩৯০
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃ দাঃ) সওজ
এমআইএস এন্ড এস্টেটস সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,
ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ঃ

১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা। ইহা তাঁর ডাইরী নং-১৩৪ প্রঃপ্রঃ তাং-০৫/৮/২০১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।

২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩। সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট, সওজ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, গাজীপুর।

৬। জনাব সহিদ উল্লাহ ভূঞা, গ্রাম-ভবানীপুর, মাহুনা ভবানীপুর, পোষ্ট-ভবানীপুর-১৭৪০, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।